মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্মযৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥ ১৩৩ ॥

ময়ি অর্পণং যস্য মদর্পিতমিত্যর্থঃ। নিষ্ফলং নিষ্কামমিত্যর্থঃ। ফলং সঙ্কল্প্যতে যস্মিন্ তৎ। আদিশব্দাদ্দম্ভমাৎসর্য্যাদিভিঃ কৃতম্। অথানুষ্ঠানান্তরাণাং ত্রিগুণান্তর্গতত্বং বদন্ চতুর্থকক্ষায়াং সাক্ষাদ্ভক্তের্নির্গুণত্বমাহচতুর্ভিঃ।

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সর্ব্ব সদ্‌গুণের হেতুত্বে বলা হইয়াছে—

"যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্রসমাসতেস্রাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ মনোরথেনাসতি ধাবতোবহিঃ ॥ ৫।১৮।১২ ॥

যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা (অন্যনিরপেক্ষা) ভক্তি আছে, গরুড় প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণ সর্ব্ব সদ্‌গুণের সহিত সেই ভক্তে আসক্তির সহিত বাস করেন। যাহার শ্রীভগবানে ভক্তি নাই, তাহাতে কেমন করিয়া মহাপুরুষগণের সদ্‌গুণ অবস্থিত হইতে পারে? যেহেতু যে ভগবদ্বৈমুখ্য-দোষে গুণবিরোধী দোষময় মায়িকবস্তুর প্রতি ধাবিত। ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিলেই যে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সর্ব্ব সদ্‌গুণ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আছে। আবার শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিলেই যে স্বর্গ, অপবর্গ এবং ভগবদ্ধাম্ প্রাপ্তিজনিত যে সকল আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়, তাহাও "যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা—জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তি যোগেন মদ্ভক্তোলভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি ॥" ১১।২৩।৩২—৩৩। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—"হে উদ্ধব! রাশি রাশি কর্ম্মে, চিত্তের একাগ্রতারূপ তপস্যায়, জ্ঞানসাধনে, বিষয়-বৈরাগ্যে, অষ্টাঙ্গযোগে, দানধর্ম্মে—অধিক কি বলিব? তীর্থযাত্রা ব্রত প্রভৃতি মাঙ্গলিক সাধনরাশিতেও যে ফললাভ হয়, আমার ভক্ত আমারই ভক্তিযোগ-প্রভাবে সে সমুদয় ফল অনায়াসেই লাভ করিতে পারে। যদ্যপি ভক্তের ভক্তি-সম্বন্ধ ভিন্ন স্বতন্ত্ররূপে অন্য কোনও কামনা থাকিতে পারে না, তথাপি ভক্তির উপযোগিতায় চিত্রকেতু, শ্রীশুকদেব প্রভৃতির মত স্বর্গ ও মায়ার আবরণ হইতে নিষ্কৃতিরূপ মোক্ষ এবং আমার বৈকুণ্ঠাদি ধামও যদি প্রার্থনা করে, তাহাও অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে। শ্রীভগবদ্ভক্তি স্বয়ং এমনি পরমানন্দ দান করেন, যে পরমানন্দ লাভে কর্ম্ম,